14-1-37

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়—

বাণী-চিত্রে

দস্যুর মত - উর্ব্বশী

কালী ফিল্মসের

নবতম অর্ঘ্য

প্রথমারম্ভ—

বৃহস্পতিবার

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

চিত্র-পরিবেশক—

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮-নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকালিপি

প্রফেসর দিগম্বর

প্রফেসর দিগম্বরের স্ত্রী স্বাগতা

ডাক্তার সুহৃদ

বেকার যুবক বসন্ত

প্রফেসর দিগম্বরের ভগ্নি
শান্তা (বুলবুল)

চরিত্র

নাট্যকার দিব্যেন্দু	... ...	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
বসন্তের পিতা দীননাথ	... ...	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
বাড়ীওয়ালা নবকৃষ্ণ	... ...	শ্রীশান্তশীল গোস্বামী
বসন্তের পুত্র মধুময়	... ...	শ্রীমতী মীরা
বাণী থিয়েটারের মালিক	... ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
দিব্যেন্দুর বন্ধু ডাক্তার	... ..	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
দিগম্বরের চাকর যেদো	... ...	শ্রীদীনেন্দ্রনাথ রায়
প্রতিবেশীত্রয়	... ...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত শ্রীজীবেন বসু শ্রীইন্দু চক্রবর্ত্তী
বসন্তের স্ত্রী সান্ত্বনা	... ...	শ্রীমতী সুরবালা
সখি সুলেখা	... ...	শ্রীমতী সাবিত্রী

সংগঠনকারী

প্রযোজক—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

কথা ও কাহিনী—শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

চিত্র-শিল্পী—সুরেশ দাস | সহকারী—বিভূতি লাহা

শব্দ-যন্ত্রী—জগদীশ বসু | সহকারী—সমর বসু

রসায়ণাগারাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দ্দেশক—পরেশ বসু | সম্পাদক—সন্তোষ গাঙ্গুলী

বি, নান, কর্ত্তৃক পুস্তিকা (প্রোগ্রাম) চিত্রাঙ্কিত।

দস্তুরমত-টকী

THE Story has its background in the tribulations of an erudite Professor arising from the folly of his younger sister whom he mothered from her very young days till she grew up in beauty—a young prancing modern maid. She was highly educated and imbued with modern ideas.

On a fateful afternoon while driving the Professor back from his College this little lady through inadvertance knocked down a young man. He was carried to the learned Professor's home and had to be nursed back to health.

The ways of a young man and a maid are wonderful. They fell in desparate love. Here comes the folly.

Afraid of the disapprobation of Dr. Mazumdar they ran away and made a clandestine marriage. This shock unsettled the brains of Dr. Mazumdar—he grew into a

নব-বর্ষের
অদ্ভুত পরিকল্পনা

ধুরমণ-চৈকী-

নাটকীয়তার ভরপুর.....

Mysogynist. His wife had a sad time in taking care of him. The distracted Professor is brought to Calcutta, where again complications arise.

A young Dramatist who had the highest respect for the Professor and his wife and the Doctor in attendance who cherished very unworthy desires about her, appear on the scene. Dibyendu, the Dramatist invites the Professor and his wife to the premiere of a play of his. It so happens the foolish lovers, who had adopted the stage as their profession and were now at the top of it, are playing against each other on the stage this evening. Digambar recognised his sister—creates a scene and leaves the Theatre with his wife.

Another scene follows on the stage a senile old man gets up on the stage from the Auditorium with a young woman and a child—he claims the leading man as his son and presses on him his duty to the deserted wife. The betrayed girl faints on the stage a pretty pickle of situations indeed —AND THEN—

আকাংক্ষা

হাজারিবাগ কলেজের অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদার আদর্শ-স্ত্রী স্বাগতা ও ভগ্নী শান্তাকে নিয়ে একটি সুখের নাড় রচনা কোরে আনন্দে কালযাপন কোর্‌ছিলেন। এই আত্মভোলা, উদার, জ্ঞানের সাধক, ভগ্নীকে মনের

মত শিক্ষা দিয়ে একান্ত স্নেহে ও পরম বিশ্বাসে তাকে সকল রকম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। একদিন তাঁরই ভগ্নীচালিত মোটরে একটি শিক্ষিত দরিদ্র ভদ্র-সন্তান—বীরেন সেন চাপা পড়ে। তাকে নার্স কোর্‌তে গিয়ে উভয়ের প্রণয় জন্মে এবং পরে একদিন দেখা গেল বীরেনের সঙ্গে শান্তা উধাও হ'য়েছে। এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে

দিগম্বরের মস্তিষ্কবিকৃতি হ'ল এবং তাঁর চিকিৎসার্থে স্বাগতা তাঁকে নিয়ে কোলকাতায় এলেন। কোলকাতার বাণী থিয়েটারের নাট্যকার দিব্যেন্দুর এবং চিকিৎসক হিসাবে সুহৃৎ ডাক্তারের সঙ্গে

এখানে এদের পরিচয় ঘটে। দিব্যেন্দু প্রাণপণে
এই দুঃখের দিনে এদের সাহায্য করে আর সুহৃৎ

ডাক্তারের ছিল অসদুদ্দেশ্য। দিগম্বর, উভয়কেই অবিশ্বাস কোর্তেন এবং এদের নাম ধরে না ডেকে Mr. Fountain Pen এবং

Mr. Hypo বলে ডাক্তেন। দিব্যেন্দুর লেখা "হরধনু ভঙ্গ" নাটক এই সময়ে বাণী থিয়েটারে অভিনীত হ'চ্ছিল। তাহার নায়ক

ও নায়িকা মিস্ বুল্‌বুল্ ও বসন্ত সেন (শান্তা ও বীরেন)। একদিন অভিনয়ের সময় বীরেনের বাপ তার পরিত্যক্তা-স্ত্রী সান্ত্বনা ও পরিত্যক্ত-পুত্র মধুময়কে থিয়েটারে এনে বীরেনের কাছে গছিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন। সেইদিন বুলবুল জানল যে বীরেন বিবাহিত। ক্ষোভে ও দুঃখে বীরেন আত্মহত্যা কোর্‌তে চেষ্টা কোর্‌ল, সান্ত্বনা তাকে বাঁচাতে গিয়ে সেই রিভলভারের গুলিতে নিজে মরল। বীরেন ভয়ে ফেরার হ'ল। তারপর……

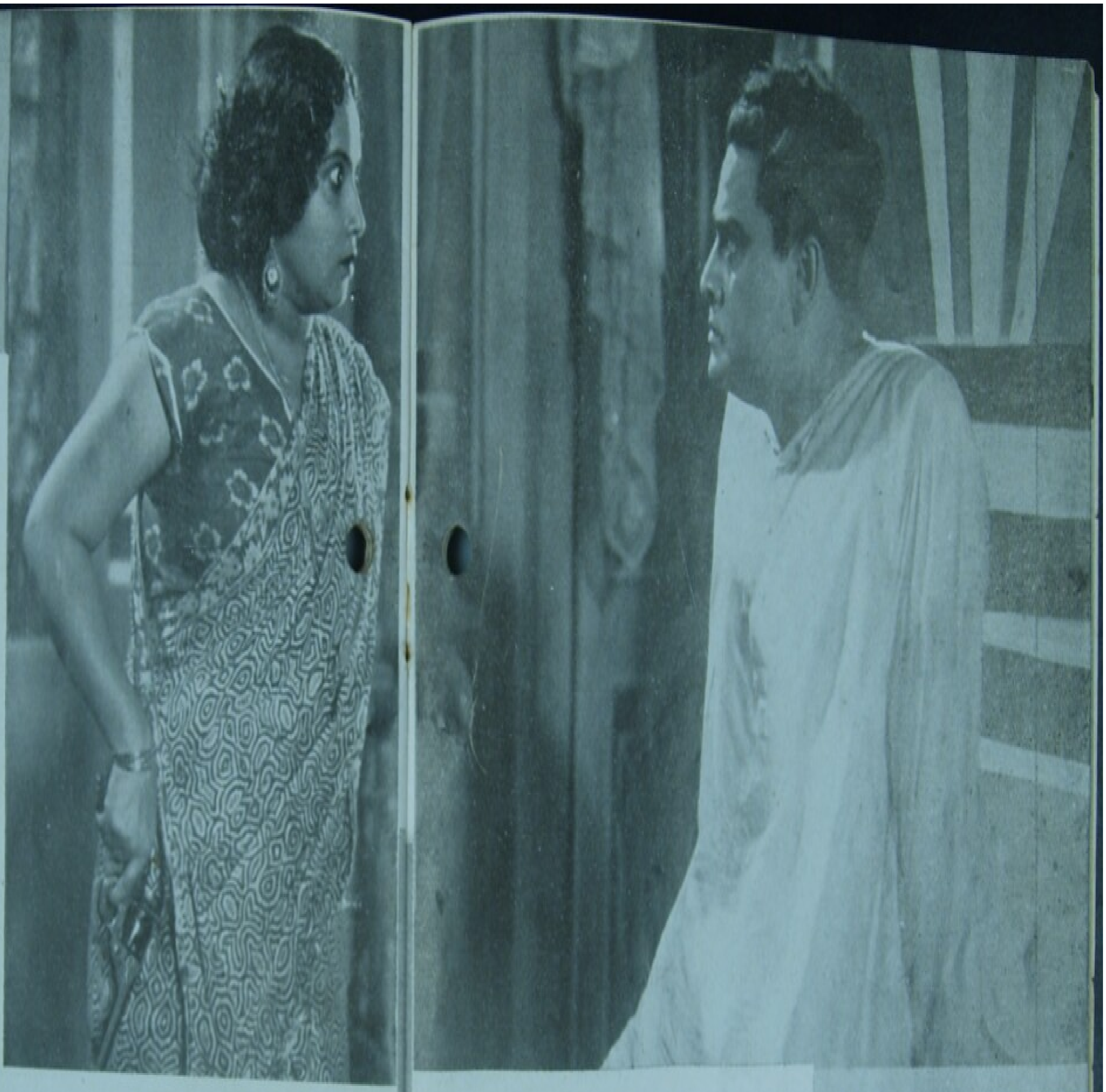

সঙ্গীতাংশ

—এক—

কে তুমি ডাকিলে আমারে
দূরে দূরে নব সুরে॥
আমার মনের দ্বারে
এলে কি গো অভিসারে॥
বহালে অমিয় ধারা
পাষাণ পরাণ পরে।

তোমার পরশে আজি
টুটিল আঁধার কালো
অন্ধ নয়নে কাঁপে
অরুণ উষার আলো।

পরাণ উথলি উঠে
নবীন প্রেমের সুরে
দূরে দূরে নব সুরে

—শান্তা

— দুই —

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার একতারাটীর একটী তারে
গানের বেদন বইতে নারে
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে।
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে
ঐ বাঁশী যে বাজে দূরে
গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্ব-হৃদয় পারাপারে—

— স্বাগতা

— তিন —

সখি, হ'য়োনা অধীরা, ধৈর্য্য ধরো
সম্বর ভরা-নয়ন জল !
মধুরের সনে মাধুরী মিলিবে—
চাতুরীর সনে মিলিবে ছল।
চারুতার পাশে দাঁড়াবে চিকণ
সুবাসিত হবে মৃদু সমীরণ !
একসুরে বাঁধি দুটী দেহ-মন—
যৌবন-গীতি হবে সফল।

— সুলেখা

— চার —

মরণ নিশায় ব্যাথার জীবন
শেষ হবে গো কবে।
কবে আমার চোখের ধারা
এই মরুতে হবে সারা
মরণ দেশের সোণার তীরে
জীবন বেঁচে রবে।

— স্বাগতা

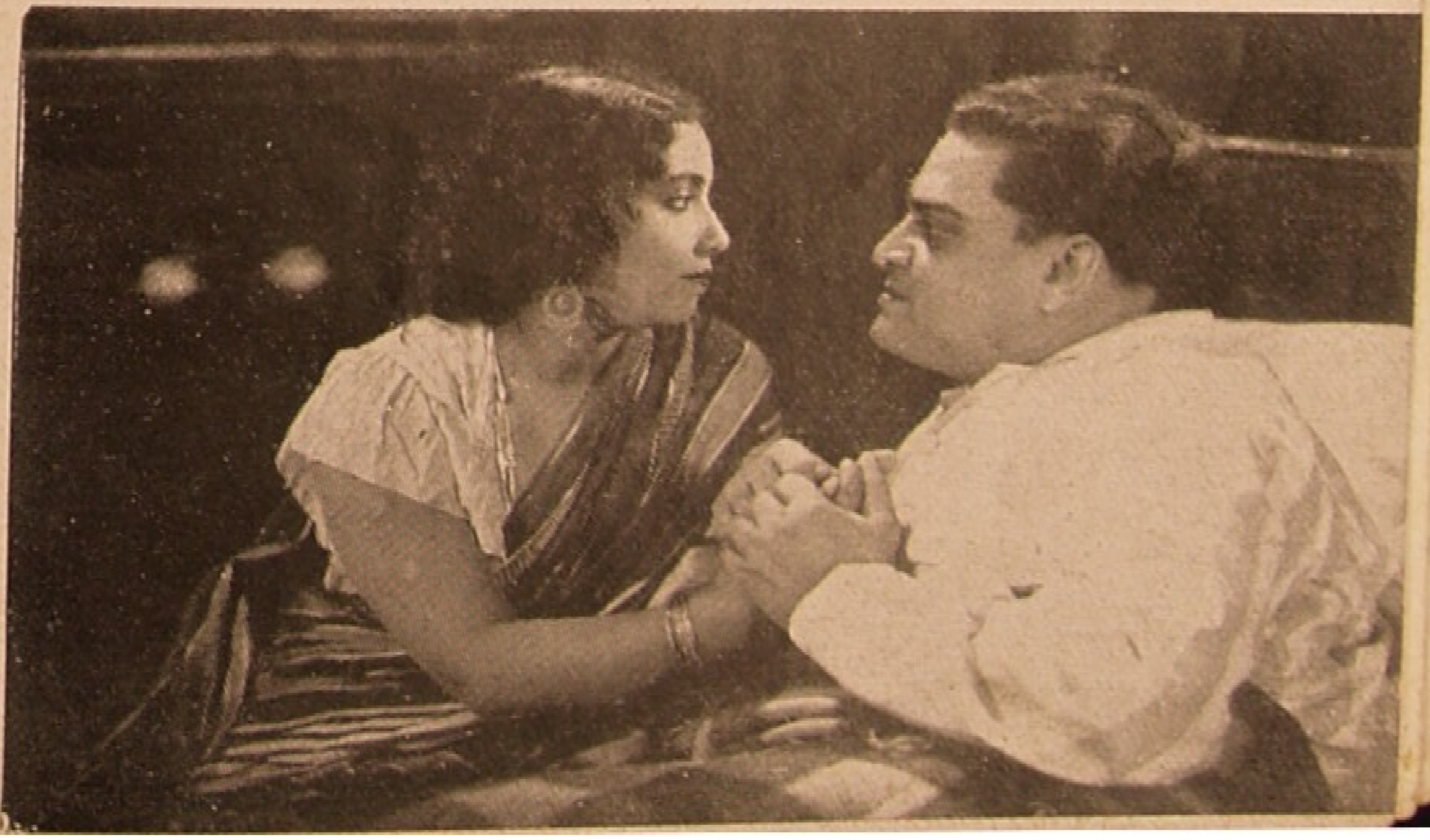

উত্তরা ও শ্রী

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

শ্রীযুক্তা সীতাদেবীর

পরভৃতিকা

পরিচালক—

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কালী ফিল্ম্‌সের

নববর্ষের চিত্র-সম্ভার

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মুক্তি-স্নান

পরিচালক—

সুশীল মজুমদার

মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্রের

হারানিধি

পরিচালক—

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

একমাত্র পরিবেশক

রীতেন এণ্ড কোং

৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বি, নান, (এডভাটাইজিং কনসালট্যাণ্ট) ১৬।১এ. বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে গোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।